তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ কি একটাই নামায

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ কি একটাই নামায

আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা বার বার একথা প্রচার করে থাকেন যে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই নামাযের দুইটি নাম । অথচ তাঁরা একথা কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করতে পারেন নি । তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একটাই নামায একথার প্রমাণ চাইতে গেলে তারা বলে, যে রাসূলুল্লাস সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ আলাদাভাবে পড়েন নি । সেজন্যই তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একটাই নামায । এটাও আহলে হাদীসদের চূড়ান্ত ধাপ্পাবাজী ছাড়া আর কিছু নয় । কেননা একথা কোন হাদীসে কোথাও পরিস্কারভাবে বলা নেই যে দুটি নামায আলাদা আলাদা ভাবে পড়ার সাব্যস্ত না থাকলে সেটা একটিই নামায বলে গন্য হবে । এখানে আমার তথাকথিত আহলে হাদীসদের কাছে আমার প্রশ্ন, আপনারা যে বলেন, রাসূলুল্লাস সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর রামযান মাসে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ আলাদা আলাদা ভাবে পড়ার সাব্যস্ত নেই বলে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একটাই নামায এই বিচার আপনারা কোন হাদীসে পেয়েছেন একটু বুঝিয়ে বলবেন কি ?

হাদীস গ্রন্থগুলো ভালোভাবে পড়লেই বোঝা যায় তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা আলাদা নামায । কেননা ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ), ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম বাইহাকী (রহঃ) এই নামাযকে কিয়ামে রমযান অধ্যায়ে লিখেছেন । তবুও তাঁরা তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ নামাযকে একটাই নামায বলে গন্য করতেন না । কেননা তাঁরা তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের জন্য আলাদা আলাদা বাব বেঁধেছেন । তাঁদের উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে রমযান মাসে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ উভয় নামায পড়া উচিৎ । আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা এখানে বলেন যে ইমাম বুখারী (রহঃ) যেহেতু এই নামাযকে তারাবীহর অধ্যায়েও বর্ণনা করেছেন এবং তাহাজ্জুদের অধ্যায়েও বর্ণনা করেছেন সেজন্য এই দুটো নামায এক । আহলে হাদীসদের এই

যুক্তিও ধোপে টিকেনা, কেননা আল্লামা খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) 'তারীখে বাগদাদ' গ্রন্থে লিখেছেন যে ইমাম বুখারী (রহঃ) তারাবীহর পর তাহাজ্জুদ উভয় নামাযই পড়তেন । এই কথা আহলে হাদীসদের মহামান্য ও সিহাহ সিত্তাহর উর্দূ তরজমাকারী আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদীও বুখারী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ 'তাইসীরুল বারী'তে লিখেছেন,

"ইমাম বুখারী (রহঃ) নিজে তারাবীহর নামাযের পরে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন ।" (তাইসীরুল বারী, পৃষ্ঠা-৪৯)

সুতরাং ইমাম বুখারী (রহঃ) নিজে তারাবীহর নামাযের পরে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন এবং ঐ দুটি নামাযকে আলাদা আলাদা নামায বলে মনে করতেন । এখানে আহলে হাদীসরা যে বলেন তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের একটাই নামায তাঁরা কি ইমাম বুখারী (রহঃ) এর থেকে বেশী বুখারী শরীফ বুঝেন ? ইমাম বুখারী (রহঃ) বুখারী শরীফ লিখে বুখারী শরীফকে বুঝতে পারলেন না আর ইংরেজ মহারানী ভিক্টোরিয়ার অবৈধ সন্তান আহলে হাদীসরা বেশী বুখারী শরীফ বুঝেন ? কি আশ্চর্য্য ব্যাপার ! একেই বলে মায়ের থেকে খালার দরদ বেশী । ইমাম বুখারী (রহঃ) একা নন আহলে হাদীসদের মহামান্য এবং বড় মুহাদ্দিস ইংরেজ সরকারের কাছে 'শামসুল উলামা' খেতাব গ্রহণকারী আহলে হাদীসদের শাইখুল কুল ফিল কুল মিঁয়া নাযীর হুসাইন দেহলবী সাহেবের দাদা উস্তাদ শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) একজন বড় মুহাদ্দিস ছিলেন এবং শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এঁর পুত্র ছিলেন । তিনি লিখেছেন, "হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বর্নিত হাদীসের সঙ্গে তারাবীহর নামাযের কোন সম্পর্ক নেই ।" (হাশিয়া মা-লা বুদ্দা মিনহো, পৃষ্ঠা-৬৯ / ফতোয়ায়ে আজীজিয়া, পৃষ্ঠা-৪৮১-৪৮৬)

আহলে হাদীসদের শাইখুল ইসলাম মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী লিখেছেন, "তারাবীহ আউর তাহাজ্জুদ কো এক কেহনা চাকড়ালবীওঁ কা মাযহাব হ্যায় ।" অর্থাৎ তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামাযকে এক মনে করা চাকড়ালবীদের (হাদীস অস্বীকাকারী) মাযহাব ।(আহলে হাদীস কা মাযহাব)

আহলে হাদীসদের মহামান্য ইমাম শাওকানীও তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামাযকে এক বলে মান্যকারীদেরকে মূর্খ ও জাহিল বলে গন্য করেছেন ।

সুতরাং আহলে হাদীসদের আকাবিরিন উলামাদের ফতোয়া অনুযায়ী তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায এক নয় ।

বুখারী শরীফের হাদীস দ্বারা প্রমানিত তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ এক নয়

পশ্চিমবঙ্গের আহলে হাদীসদের বিখ্যাত মাওলানা আইনুল বারী সাহেব বুখারী শরীফের একটি হাদীস অনুবাদ করতে গিয়ে লিখেছেন, "তারপর (হযরত উমার) দৃঢ় পদক্ষেপ নিলেন এবং সবাইকে উবাই ইবনু কাবের (রাঃ) পেছনে জামাআত করালেন । পরের রাতে তিনি আবার মসজিদে এলেন এবং সবাইকে একটি কারীর পিছনে জামাআতে নামায পড়তে দেখে বললেন, কি সুন্দর নতুন নিয়ম এটা । তবে হ্যাঁ (শেষরাতে তাহাজ্জুদের) যে নামায থেকে তোমরা শুয়ে থাকতে তাই এই (তারাবীহ) থেকে উত্তম যা তোমরা এখন পড়ছ । তখন লোকেরা প্রথম রাতে তারাবীহ পড়ত ।" (আইনী তুহফা সলাতে মুস্তাফা, পৃষ্ঠা-১১৯-১২০)

এখানে আইনুল বারী সাহেব লিখেছেন তারাবীহর নামায থেকে তাহাজ্জুদ উত্তম । এর দ্বারা বুঝা যায় তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায আলাদা । কেননা দুটি নামায আলাদা বলেই একে অপরের থেকে উত্তম । উদাহারণস্বরুপ বলা যায়, যায়েদ যদি রহীমের থেকে উত্তম হয় তার মানে যায়েদ ও রহীম আলাদা আলাদা ব্যাক্তি । কেননা যায়েদ ও রহীম যদি একই ব্যক্তির দুটি নাম হত তাহলে কোনদিনই বলা সম্ভব নয় যায়েদ রহীমের থেকে উত্তম । অনুরুপভাবে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায একই নামাযের দুটি নাম হত তাহলে কোনদিনই বলা সম্ভব নয় যে তাহাজ্জুদের নামায

তারাবীহর থেকে উত্তম । সুতরাং বুখারী শরীফের হাদীস দ্বারা প্রমানিত তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায দুটি আলাদা ।

তাহাজ্জুদ সংক্রান্ত আরও কিছু হাদীস

আহলে হাদীসরা তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামাযকে একটাই নামায বলে গন্য করে । কিন্তু দেখা যায় তাহাজ্জুদের নামায বুখারী শরীফে বিভিন্ন ভাবে বর্নিত আছে । এই নামাযকে বুখারী শরীফে কখনো ১১ রাক্আত, কখনো ৭ রাক্আত, কখনো ৯ রাক্আত, আবার কখনো ১৩ রাক্আত বর্নিত আছে । অথচ আহলে হাদীসরা ৭ রাক্আত, ৯ রাক্আত, ১৩ রাক্আতের হাদীসগুলিকে ত্যাগ করে কেবলমাত্র ১১ রাক্আতের পিছনে পড়ে আছে । না জানি এর রহস্য কি ? যেমন আহলে হাদীসদের মহামান্য ও ১৪ শতাব্দী হিজরীর একমাত্র রিজালশাস্ত্রবিদ আল্লামা নাসীরুদ্দীন আলবানী তাঁর ‘সালাতুত তারাবীহ’ গ্রন্থের ১০৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, তারাবীহর নামায ১১ রাক্আতের থেকেও কম পড়া জায়েয ।

তিনি আরও লিখেছেন, “হযরত আয়েশা (রাঃ) কে রাসূলুল্লাস সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কত রাক্আত বিতর পড়তেন ? তখন তিনি বলেছিলেন, রাসূলুল্লাস সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম চার রাক্আত পড়তেন তারপর বিতর পড়তেন, কখনো তিনি ছয় রাক্আত পড়তেন তারপর তিনি ৩ রাক্আত বিতর পড়তেন, কখনো তিনি ১০ রাক্আত পড়তেন তারপর তিনি ৩ রাক্আত বিতর পড়তেন এবং ৭ এর থেকে কম তিনি পড়েন নি এবং ১৩ এর থেকে বেশী পড়েন নি ।” (সালাতুত তারাবীহ, পৃষ্ঠা-১০৬)

সুতরাং আল্লামা নাসীরুদ্দীন আলবানীর নিকট তারাবীহর নামায ৪ রাক্আত, ৬ রাক্আত, ৭ রাক্আত, ১০ রাক্আত ও ১৩ রাক্আত তারাবীহর নামায পড়া চলবে । কিন্তু ২০ রাক্আত তারাবীহর নামায পড়া চলবে না ।

বুখারী শরীফের হাদীসেও তাহাজ্জুদের নামায বিভিন্ন ভাবে বর্নিত আছে। যেমন,

(১) হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্নিত, রাসূলুল্লাস সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ১১ রাক্আত নামায আদায় করতেন এবং তা ছিল তাঁর (স্বাভাবিক) নামায। সে নামাযে তিনি এক একটি সিজদা এত পরিমান করতেন যে, তোমাদের কেউ (সিজদা থেকে) তাঁর মাথা তোলার আগে পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করতে পারত। আর ফরজের (ফরজ) নামাযের আগে তিনি দু'রাক্আত নামায আদায় করতেন। তারপর তিনি ডান কাতে শুইতেন যতক্ষন না নামাযের জন্য তাঁর কাছে মুআজ্জিন আসতো। (বুখারী শরীফ, পৃষ্ঠা-১৮৮)

এই হাদীসটাকে ইমাম বুখারী (রহঃ) তাহাজ্জুদের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। আহলে হাদীসদের ফতোয়া অনুযায়ী তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায যদি এক হয় তাহলে দেখা যায় আহলে হাদীসরা উক্ত হাদীসের উপর আমল করে না। কেননা, (ক) এই হাদীসে ১১ রাক্আত নামাযের কথা উল্লেখ করা আছে। এখানে বিতর নামাযের কোন উল্লেখ নেই। তাই রাসূলুল্লাস সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ১১ রাক্আত নামায পড়তেন ৮ রাক্আতের উল্লেখ নেই। তাই আহলে হাদীসরা এই হাদীসের উপর আমল করতঃ ১১ রাক্আত তারাবীহর নামায পড়ে না। ১১ রাক্আত তারাবীহর নামায পড়ে না। (খ) এই হাদীসে উল্লেখ আছে যে রাসূলুল্লাস সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একটি সিজদা এত পরিমান করতেন যে, যে কেউ সিজদা থেকে মাথা তোলার আগে পঞ্চাশ আয়াত তেলাওয়াত করতে পারতো। কিন্তু আহলে হাদীসরা এত লম্বা সিজদা করে না। তাই তারা এই হাদীসটাকে মানে না। (গ) এই হাদীসে উল্লেখ আছে যে রাসূলুল্লাস সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ডান কাতে শুইতেন যতক্ষন না নামাযের জন্য তাঁর কাছে মুআজ্জিন আসতো। কিন্তু আহলে হাদীসরা মুআজ্জিন আসা পর্যন্ত ডান কাতে শুয়ে থাকে না। তাই আহলে হাদীসরা এই হাদীসটাকে মানে না। সুতরাং আহলে হাদীসদের ফতোয়া অনুযায়ী তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায একই হয় তাহলে তারাবীহর নামায পড়ার সময় আহলে হাদীসরা

উক্ত বিষয়বস্তু মানে না কেন ? অর্ধেক মানা ও অর্ধেক ছেড়ে দেওয়া এটাই কি আহলে হাদীসদের নীতি ।

(২) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নামায ছিল ১৩ রাক্আত অর্থাৎ রাতে । (বুখারী শরীফ, পৃষ্ঠা-১৮৯)

এই হাদীসটাকেও ইমাম বুখারী (রহঃ) তাহাজ্জুদের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন । আহলে হাদীসদের ফতোয়া অনুযায়ী তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায যদি এক হয় তাহলে দেখা যায় আহলে হাদীসরা উক্ত হাদীসের উপর আমল করে না । কেননা, (ক) এই হাদীসে ১৩ রাক্আত নামাযের কথা উল্লেখ করা আছে আর আহলে হাদীসরা ৮ রাক্আত তারাবীহর নামায পড়ে । (খ) যদি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যদি ১ রাক্আত বিতর পড়তেন তাহলে ১২ রাক্আত তাহাজ্জুদ হয়, যদি ৩ রাক্আত বিতর পড়তেন তাহলে ১০ রাক্আত তাহাজ্জুদ হয়, যদি ৫ রাক্আত বিতর পড়তেন তাহলে ৮ রাক্আত তাহাজ্জুদ হয়, যদি তিনি ৭ রাক্আত বিতর পড়তেন তাহলে ৬ রাক্আত তাহাজ্জুদ হয়, যদি তিনি ৯ রাক্আত বিতর পড়তেন তাহলে ৪ রাক্আত তাহাজ্জুদ হয় । যদি আহলে হাদীসদের ফতোয়া অনুযায়ী তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায যদি এক হয় তাহলে তারা কখনো ১২ রাক্আত কখনো ১০ রাক্আত কখনো ৮ রাক্আত কখনো ৬ রাক্আত কখনো ৪ রাক্আত তারাবীহর নামায পড়ে না কেন ? এর রহস্য কি ?

(৩) হযরত মাসরুক (রাঃ) থাকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাস সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম । তিনি বললেন, ফজরের দু'রাক্আত (সুন্নাত) ব্যাতিরেকে সাত বা নয় কিংবা এগারো রাক্আত । (বুখারী শরীফ, পৃষ্ঠা-১৯০)

এই হাদীসটাকে ইমাম বুখারী (রহঃ) তাহাজ্জুদের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন । আর এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে রাসূলুল্লাস সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাহাজ্জুদের নামায ৭ বা ৯ কিংবা ১১ রাক্আত পড়তেন কিন্তু আহলে হাদীসরা ৭ রাক্আতও পড়েনা, ৯ রাক্আতও পড়েনা এবং ১১ রাক্আতও পড়েনা । কেবলমাত্র ৮ রাক্আত পড়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যায় যা উক্ত হাদীসের খেলাফ । আহলে হাদীসদের ফতোয়া অনুযায়ী তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায যদি এক হয় তাহলে তারা কখনো ৭ রাক্আত, কখনো ৯ রাক্আত, কখনো ১১ রাক্আত তারাবীহর নামায পড়ে না কেন ? বলতে পারেন এর গোপন রহস্য কি ?

(৪) হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতের বেলা ১৩ রাক্আত নামায আদায় করতেন, বিতর এবং ফজরের দু'রাক্আত (সুন্নাত) ও এর অন্তর্ভূক্ত । (বুখারী শরীফ, পৃষ্ঠা-১৯০)

এই হাদীসটাকেও ইমাম বুখারী (রহঃ) তাহাজ্জুদের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন । আর ফজরের দু'রাক্আত সুন্নাত নামায বাদ দিলে তাহাজ্জুদের নামায ১১ রাক্আত হয় । আর যদি দ্বারা বুঝা যায় যে রাসূলুল্লাস সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বিতর নামায ১ রাক্আত বা ৩ রাক্আত বা ৫ রাক্আত বা ৭ রাক্আত বা ৯ রাক্আত পড়ে থাকেন তাহলে তাহাজ্জুদের নামায ১০ রাক্আত বা ৮ রাক্আত বা ৬ রাক্আত বা ৪ রাক্আত বা ২ রাক্আত হয় । আহলে হাদীসদের ফতোয়া অনুযায়ী তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায যদি একটাই হয় তাহলে তারা কখনো ১০ রাক্আত কখনো ৮ রাক্আত কখনো ৪ রাক্আত কখনো ২ রাক্আত তারাবীহর নামায পড়ে না কেন ? তারা কেন ৮ রাক্আত নমায পড়ে মসজিদ থেকে পালিয়ে যায় ? বলতে পারেন এর গোপন রহস্য কি ?

(৫) আসওয়াদ (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) -কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রাত্রে রাসূলুল্লাস সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নামায কিরুপ ছিল ? তিনি বললেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম

রাত্রির প্রথমাংশে ঘুমোতেন এবং শেষভাগে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন । নামায শেষে স্বীয় বিছানায় একটু আরাম করতেন । এরপর মুআজ্জিন যখন ফজরের আজান দিতেন তখন তিনি তাড়াহুড়ো করে উঠতেন । গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল করতেন । অন্যথায় অজু করে মসজিদে চলে যেতেন । (বুখারী শরীফ, পৃষ্ঠা-১৯০)

এই হাদীসটাকেও ইমাম বুখারী (রহঃ) তাহাজ্জুদের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন । আহলে হাদীসদের ফতোয়া অনুযায়ী তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায যদি এক হয় তাহলে দেখা যায় আহলে হাদীসরা উক্ত হাদীসের উপর আমল করে না । কেননা, (ক) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাত্রির প্রথম অংশে ঘুমোতেন ও শেষ ভাগে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন । কিন্তু আহলে হাদীসরা তার উল্টো কাজ করে । তারা রাত্রের প্রথম অংশে তারাবীহর নামায আদায় করে নেয় এবং শেষ অংশে ঘুমোয় । যা উক্ত হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত । (খ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামায শেষে স্বীয় বিছানায় একটু আরাম করতেন যা আহলে হাদীসরা করেনা । আহলে হাদীসদের কাজই হল হাদীসের বিপরীত আমল করা ।

(৬) হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতে ১৩ রাক্আত নামায আদায় করতেন এরপর সকালে (ফজরের) আজান শোনার পর সংক্ষিপ্ত (কিরআতে) দু'রাক্আত আদায় করতেন । (বুখারী শরীফ, পৃষ্ঠা-১৯৩)

এই হাদীসটাকেও ইমাম বুখারী (রহঃ) তাহাজ্জুদের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন । আহলে হাদীসদের ফতোয়া অনুযায়ী তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায যদি এক হয় তাহলে দেখা যায় আহলে হাদীসরা উক্ত হাদীসের উপর আমল করে না । কেননা, (ক) এই হাদীসে ১৩ রাক্আত নামাযের কথা উল্লেখ করা আছে আর আহলে হাদীসরা ৮ রাক্আত তারাবীহর নামায পড়ে । (খ) যদি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যদি ১ রাক্আত বিতর পড়তেন তাহলে ১২ রাক্আত তাহাজ্জুদ হয়, যদি ৩ রাক্আত বিতর পড়তেন তাহলে ১০ রাক্আত তাহাজ্জুদ হয়, যদি ৫ রাক্আত বিতর

পড়তেন তাহলে ৮ রাক্আত তাহাজ্জুদ হয়, যদি তিনি ৭ রাক্আত বিতর পড়তেন তাহলে ৬ রাক্আত তাহাজ্জুদ হয়, যদি তিনি ৯ রাক্আত বিতর পড়তেন তাহলে ১৩ রাক্আত তাহাজ্জুদ হয় । আহলে হাদীসদের ফতোয়া অনুযায়ী তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায যদি এক হয় তাহলে তারা কখনো ১২ রাক্আত কখনো ১০ রাক্আত কখনো ৮ রাক্আত কখনো ৬ রাক্আত কখনো ৪ রাক্আত তারাবীহর নামায পড়ে না কেন ? এর রহস্য কি ?

(৭) হযরত মাসরুক (রাঃ) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর কোন আমলটি সর্বাধিক প্রিয় ছিল ? তিনি বললেন, নিয়মিত আমল । আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন ? তিনি বললেন, যখন মোরগের ডাক শুনতে পেতেন ? (বুখারী শরীফ, পৃষ্ঠা-১৮৯)

এই হাদীসটাকেও ইমাম বুখারী (রহঃ) তাহাজ্জুদের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন । এই হাদীস থেকে বুঝা যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মোরগের ডাক যখন শুনতে পেতেন তখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন । অর্থাৎ তিনি ভোর বেলায় (রাতের শেষ অংশে) তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন । তাই আহলে হাদীসদের ফতোয়া অনুযায়ী তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায যদি একই হয় তাহলে তারা মোরগ ডাকার সময় তারাবীহর নামায পড়েনা কেন ? বলতে পারেন এর গোপন রহস্য কি ?

এই হাদীসগুলোর পর্যালোচনা করার পর বলা যায়, এই হাদীসগুলির মধ্যে বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি করেছে তাই । তাই আল্লামা ইবনে হাজার আস্কালানী (রহঃ) লিখেছেন,

“কুরতুবী বলেছেন, বিজ্ঞজনের নিকট হাদীসে আয়েশার জটিলতা এমনকি অনেকে হাদীসটিকে মুযতারাব (হ-য-র-ল-) বলেছেন অর্থাৎ এলোমেলো ও পরস্পর বিরোধ দোষে দুষিত ।” (ফতহুল বারী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৬) এই কথাই আল্লামা যুরকানী ও আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী উমদাতুল কারী গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ৪৭২ পৃষ্ঠায় বলেছেন ।

আল্লামা আব্দুল বার মালিকী (রহঃ) বলেছেন,

“হজ্ব, শিশুদের দুধপান, রাতের নামায ও মুসাফিরের কসর বিষয়ে আয়েশা (রাঃ) এর হাদীস পরস্পর বিরোধ দোষে দুষিত ‘‘(আত তামহীদ)
মুসলিম শরীফের ভাষ্যকার ইমাম নববী (রহঃ) বলেছেন, আয়েশা (রাঃ) নয়, নীচের কোন রাবী ভূল করেছেন ।” (নববী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫৩)

সুতরাং বুখারী শরীফে আম্মা আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ৮ রাক্আতের হাদীস দ্বারা দলীল প্রতিষ্ঠা করা যায় না ।

বিশেষ নিবেদন

পাঠকদের জানাই এই পুস্তকটি আমার লেখা ‘আল কালামুস সরীহ ফি রাক্আতিত তারাবীহ’ নামক কিতাব থেকে একটি ক্ষুদ্র অংশ তুলে পি.ড.এফ ভার্সেনে কনভার্ট করে ফেসবুকে দেওয়া হল । পুরো কিতাবটি পড়ুন তারাবীহর নামায সংক্রান্ত আহলে হাদীসদের সমস্ত অপপ্রচারের জবাব পেয়ে জাবেন ইনশাল্লাহ । অপেক্ষা করুন পুরো কিতাবটি পি.ড.এফ ভার্সেনে কনভার্ট করে ফেসবুকে দিয়ে দেওয়া হবে ।

বন্ধুদের জানাই এই কিতাবটি এই বছর রমযান মাসের আগে প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু অর্থের অভাবে তা পেরে উঠতে পারিনি

এছাড়াও আমার লেখা ‘ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীসদের অপবাদ ও তার খণ্ডণ’, ‘আহলে হাদীস ফিরকার ফিকহের ইতিহাস ও তার পরিচয়’, ‘তিন তালাকের মাসআলা ও হালালার বিধান’, ‘মুহাররম মাসে তাজিয়াবাজী’, ‘মাসআলা আমীন বিল জেহের’, ‘সুন্নাত রসুলে আকরাম ফি কিরাত খলফল ইমাম’ । (ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পাঠ) ‘সুন্নাত রাসুলুস সাকলাইন ফি তরকে রফয়ে ইয়াদাইন’, ‘তরবারীর ছায়ার তলে জান্নাত’, ‘গুমরাহীর নায়ক ডা. জাকির নায়েক’, ‘আকিদা হায়াতুন নবী (সা:)’ প্রভৃতি পুস্তক লেখা পড়ে আছে এবং কিছু পুস্তক প্রেসে পড়ে আছে যা আমি অর্থের অভাবে ছাপিয়ে উঠতে পারছি না যদি কোন দ্বীন-দার ভাই ঐ পুস্তক গুলি প্রকাশের দায়িত্ব নেন বা অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন তাহলে

বড়ই কৃতজ্ঞ হব । আপনারা আমার জন্য দুয়া করবেন । আমিও আপনাদের জন্য দুয়া করব ইনশাল্লাহ ।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে খাঁটি মুসলমান বানিয়ে দিন এবং সবাইকে দ্বীনের জন্য কবুল করে নিন ।

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম
জিওগ্রাফী অনার্স, (ফার্স্ট ক্লাস), বি. এড., (ফার্স্ট ক্লাস),
মহর্ষী দয়ানন্দ ইউনিভার্সিটি, -রাহতাক, হরিয়ানা,
-মাবাইল:- +০১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১
E-Mail- md.abdulalim1988@gmail.com

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা

নাম- আব্দুল আলিম
গ্রাম-শালজোড়, জেলা-বীরভূম,
পোঃ- লোকপুর, থানা-খয়রা শোল,
মোবাইল-+৯১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১
A/C NO-32693198221
Branch-Khayrasole.